R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।।মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭।
১৪ই জুলাই ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

পরিবেশ দূষণের দায়ে পলিউশন কনট্রোল বোর্ড জঙ্গিপুর হাসপাতালকে দু'লক্ষ টাকা জরিমানা করলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাসপাতাল চত্বরের যাবতীয় আবর্জনা পার্শ্ববর্তী ইন্দিরাপল্লী সংলগ্ন এলাকায় ফেলায় ওখানকার বাসীন্দারা বায়ুদূষণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরীর অভিযোগ এনে জঙ্গিপুর হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধে রাজ্য পলিউশন কনট্রোল বোর্ডের কাছে অভিযোগ করেন এবং কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তার প্রেক্ষিতে পলিউশন কনট্রোল বোর্ড সরজমিন তদন্ত করে এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে দু'লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করে বলে খবর। এই ধরনের নানা অনাচার জঙ্গিপুর হাসপাতালের সব দপ্তরেই চলছে। সেখানে দুটি এ্যাম্বুলেন্স বহাল থাকলেও এমারজেন্সী রোগী পরিবহনে বাইরের গাড়ী চড়া ভাড়ায় নিতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীর লোকেরা। ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স ছাড়া অন্যটি হাসপাতালের মালপত্র পরিবহনে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগীদের খাবার নিয়ে চলছে নগ্ন রাজনীতি। পরিমাণে কম ও নিম্নমানের খাবার নিয়ে রোগীদের সঙ্গে হাসপাতাল কর্মীদের বচসা লেগেই থাকছে। হাসপাতালের ভেতরে গাড়ীর মেলা বসে গেছে। যার ফলে বাইরে থেকে কোন আশঙ্কাজনক রোগী এখানে আনতে গেলে পদে পদে বেগ পেতে হচ্ছে চালককে। এখানেও সেই রাজনীতির ছত্রছায়া। হাসপাতালে উন্নত ধরনের এক্সরে মেসিন, ইউ.এস.জি. মেসিন, রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার থেকে কর্মী প্রত্যেকেই প্রাইভেটে করানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। আউটডোরের বাথরুমগুলো সব অকেজো। ট্যাপ কলের মাথাগুলো পর্যন্ত চুরি হয়ে গেছে। হাসপাতালের নর্দমাগুলো ঠিক ভাবে পরিষ্কার হয় না। অথচ ঐ বাবদ মাসে ১০,০০০ টাকা খরচ দেখানো হয়। ডাক্তারদেরও মানসিকতা আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। প্রাইভেট প্রাকটিসের দিকে লক্ষ্য (শেষ পাতায়)

আহিরণে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হস্তান্তরের জট এখনও খোলেনি

অসিত রায় : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী তাঁর সংসদীয় এলাকা জঙ্গিপুরে এসেছিলেন দু'দিনের কর্মসূচীতে ১০ এবং ১১ জুলাই। প্রথম দিন রঘুনাথগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ড এলাকায় আয়কর দপ্তরের এবং সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের ২৩১৫ তম শাখার উদ্বোধন করেন। আয়কর দপ্তরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রণববাবু বলেন – এখানে শাখা হওয়ার ফলে শুধু মহকুমার ১৩ হাজার করদাতাই উপকৃত হবেন না। সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। ১০০ দিনের কাজ বেশী করে দেয়া সম্ভব হবে। কেননা রাজস্ব বাবদ ১০০ টাকা আদায় হলে রাজ্যকে ৩২ টাকা দিতে হয়। জঙ্গিপুর অঞ্চল থেকে বছরে ৯ কোটি টাকা আদায় হয় আয়কর বাবদ। রাজ্য ও কেন্দ্রের সহযোগিতায় উন্নয়নের কাজ হলে আয়কর আরও বাড়বে। ২০০৯-২০১০ সালে দেশের জাতীয় উন্নয়নের হার ছিল ৭.৬ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৮.৫ শতাংশ। সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রণববাবু বলেন – দেশে বর্তমানে(শেষ পাতায়)

আংশিক শিক্ষকরাই এখন জঙ্গিপুর কলেজের ভরসা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক তলানিতে চলে যাওয়ায় কয়েকটি বিভাগে পড়াশোনায় রীতিমত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। ইংরাজী বিষয়ে পাস-অনার্স এবং ৩০০ নম্বরের কমিউনিকেটিভ ইংলিশ এখানে চালু থাকলেও পূর্ণ সময়ের শিক্ষক মাত্র একজন। এই বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে পড়াশোনা চালু রাখতে হলে আরো দুজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক দরকার। বোটানিতে অনার্স চালু থাকলেও পূর্ণ সময়ের একজনও শিক্ষক নেই ঐ বিভাগে। আংশিক শিক্ষক দিয়ে কোন রকমে ঠেকা দেয়া হচ্ছে। ফিলজফিতে অনার্স চলছে একজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক দিয়ে। বিরল ইতিহাস। (শেষ পাতায়)

প্রধান দপ্তরে তালাবন্দি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজের মজুরি না পেয়ে এবং দিনের পর দিন ঘোরানোয় গত ৯ জুলাই শ্রমিকরা প্রধানকে তাঁর দপ্তরে তালাবন্দি করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গরীব দিন মজুরদের খাটিয়ে প্রাপ্য মজুরী দিতে টালবাহানা করছেন প্রধান ফিরোজা বেগম। তাই বাধ্য হয়ে প্রধানকে দপ্তরের মধ্যে তালাবন্দি করে রাখেন মজুররা। ঐ দিন প্রধানের ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রধানকে মুক্ত করে এবং পুলিশের মধ্যস্থতায় সাত দিনের মধ্যে মজুরদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধান। শ্রমিকের মজুরী নিয়ে এই ধরনের গড়িমসির কারণ জানতে চাইলে এবং কতজন শ্রমিককে 'জবকার্ড' দেয়া হয়েছে (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গৌতম মনিয়া

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে আষাঢ় বুধবার, ১৪১৭

হাঁসজারু রাজনীতি

ভারতবর্ষে রাজনীতি সমর্থনে 'হাঁসজারু' নীতি চলিতেছে। কাহার সহিত কাহার, কোন দলের সহিত কোন দলের কখন যে কিরূপ মিলন হইতেছে তাহা বোঝা বড়ই দুষ্কর। এইসব দেখিয়া শুনিয়া মনে পড়ে প্রয়াত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্মযুদ্ধ ঃ মহাভারত ১৯৭৯' শীর্ষক সেই কবিতার অংশগুলি। "রামের সঙ্গে শ্যামের প্যাক্ট/শ্যামের সঙ্গে যদুর। রামের সঙ্গে যদুর লড়াই/শ্যামের সঙ্গে মধুর। রামের সঙ্গে মধুর প্যাক্ট/মধুর সঙ্গে যদুর।" শেষ পর্যন্ত কবি প্রশ্ন রাখিয়াছিলেন ঃ কে যে নেই কার সাথে / রাম শ্যাম যদু মধু ? এই প্রসঙ্গে এই অদ্ভুত সন্ধি মিলনের ছবি মনে পড়িয়ে দেয় সুকুমার রায়ের হাঁস ও সজারু, হাতি ও তিমির অপরূপ মেলবন্ধন। কাহারও মতি-গতি, চলন-বলন, পছন্দ-অপছন্দ এক না হইলেও তাহারা মিলিয়াছে। যে মিলনকে কবি নাম দিয়াছেন 'হাঁসজারু' মিলন। কবি বলিয়াছেন, 'হাঁস ছিল সজারু' ব্যাকারণ মানি না / হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।' 'হাতিমির দশা দেখে / তিমি বলে জলে যায়। হাতি বলে চল ভাই / এই বেলা বনে যায়।' সারা ভারতের বিরাট প্রেক্ষাপটে এ ধরনের মিলন বর্তমানে দেখা যাইতেছে। ক্ষুদ্র পত্রিকার বক্ষে বৃহৎ আলোচনা কষ্টসাধ্য। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বা পুর নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে যেসব অদ্ভুত দল মিলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা জাগে – 'কে যে নেই কার সাথে / রাম শ্যাম যদু মধু।' দেখা গেল প্রয়োজনে কংগ্রেস, সিপিএমকে পর্যুদস্ত করিতে হাত মিলাইল বিজেপির সাথে, মুসলীম লীগের সাথে। আবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত কংগ্রেস সহজ জয়কেও জটিল করিয়া এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীকে জব্দ করিতে অন্য দলের সমর্থন চাহিল এবং তাহা পাইল। পুর নির্বাচনে দেখিতে পাওয়া গেল বামফ্রন্টেরই আর এক শরিক আর এস পিকে হারাইতে সিপিএম কোথাও কংগ্রেসকে, কোথাও নির্দলকে সমর্থন করিতে পিছু পা হইল না। ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যাহারা প্রচণ্ডভাবে পরস্পরের বিরোধীতা করিতেছেন, তাহারাই ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পরে একদেহী হইয়া রাজনীতির ব্যাকরণ দূরে ফেলিয়া সুবিধাবাদী কারণহীন স্বার্থে হাঁস ও সজারুর মত বিচিত্র হাঁসজারু ও হাতিমির মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। কবির মত তাই আমাদেরও বলিতে হইতেছে – 'ব্যাকরণ মানি না', কেমনে তা জানি না। এই মিলনে কিছুদিন পর হইতে ইহাদের দশা হইবে 'হাতিমির' দশা। তখন এক দল বলিবে, চল ভাই জলে যায় ; আর এক দল বলিবে, চল ভাই বনে যায়। ফলশ্রুতি কাজের কাজ কিছুই হইবে না। জনগণের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইবে।

দূরদর্শনের পুরস্কার

আবদুর রাকিব

ঠিক এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ইতি উতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। চোখ বুজে অনায়াসে আপনি বলতে পারেন – বিজ্ঞাপনদাতা। দাতা কর্ণের চেয়েও, হাজী মহম্মদ মহসীনের চেয়েও, এমন কী রাজা হরিশ্চন্দ্রের চেয়েও দানশীল হলেন আজকের দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনদাতারা, যাঁদের বদান্যতায় ভারতীয় দূরদর্শন চ্যানেলের পর চ্যানেল খুলে চলেছে। এ বিষয়ক একটি দপ্তর অবশ্য রয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতারা সে দপ্তরেরও বিপুল ব্যয়ভার বহন করছেন। মাণ্ডি হাউসের কর্মকর্তারা সে বিষয় বিলক্ষণ জানেন।

আমাদের বিনোদনের জন্য বিজ্ঞাপন-দাতাদের দিনের আহার আর রাতের ঘুম চলে গেছে। নিত্য নতুন, অতি-অভিনব বিনোদন-প্রকরণ গবেষণাগারে সৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম। শেষতম উপকরণ হল, দর্শক-কাম-শ্রোতাদের পুরস্কার প্রদান। মাছেরা বঁড়শি ঠিকই গিলতে আসে। তবে টোপ উন্নত ও উপাদেয় হওয়া একান্ত জরুরী। চার ফেললে আরও সুবিধে। কিছু কিছু মাছ বেচালে চলে। সহজে বঁড়শির কাছে ঘেষতে চায় না। তেমনি কিছু কিছু উন্নাসিক দর্শক-কাম-শ্রোতা থাকে, যে কোন অনুষ্ঠান সহজে গিলতে চায় না। তো তাদের টেনে আনার জন্যই শুধু নয়, ধরে রাখার জন্যও নয়ন-লোভনীয় পুরস্কারের প্রচুর ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানটি ধৈর্য ধরে দেখুন, ভালো না লাগলেও দেখুন। মাঝখানে দু একটি প্রশ্ন হবে। তার উত্তর দিন। আর পুরস্কার জিতে নিন। প্রশ্নগুলি খুব সহজ। স্কুলের পরীক্ষায় থাকে না, ছত্রটি কোন্ কবিতার ? কবির নাম কী ইত্যাদি ? এগুলি সহজ প্রশ্ন। সবাই পারে। তেমনি, দূরদর্শনে কোন ছবির এক ঝলক দেখানো হল। দেখলেন তো ? এবার বলুন – কোন ছবির দৃশ্য সেটি ? পরিচালক কে ? সঙ্গীত পরিচালক কে ? সুরারোপ কার ? গীতিকারের নাম কী ? ইত্যাদি। কিংবা, অমুক সিরিয়াল তো দেখলেন। আজকের পর্বের শ্রেষ্ঠ অংশ কোন্‌টি ? আপনার রায় যদি বিচারকমণ্ডলীর রায়ের সঙ্গে মিলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অপরিষ্কার ডাষ্টবিন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে

জঙ্গিপুর পুরসভা এলাকাকে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে উভয় পারে শহরের বিভিন্ন পল্লীতে রাস্তার ধারে ডাষ্টবিন চালু করেছে। সেখানে এলাকার মানুষদের বাড়ীর নিত্য দিনের আবর্জনা ফেলার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। কিন্তু ঐসব ডাষ্টবিন নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে কি না তা দেখার কেউ নেই। যার ফলে ডাষ্টবিনগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়া দায় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বৃষ্টির জলে ঐ সব আবর্জনা পচে এলাকার আবহাওয়া আরো দূষিত করে তুলেছে। এ ব্যাপারে নবাগত চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

মনা মিত্র, রঘুনাথগঞ্জ

আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটি ও আমাদের সমাজ

সাধন দাস

আইনষ্টাইন বলেছিলেন যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সবকিছুই আপেক্ষিক। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সূর্য স্থির। পৃথিবীর সাপেক্ষে সূর্য হলেও এই মহাবিশ্বের প্রেক্ষিতে সূর্যও ঘুরছে। সূর্য ঘুরছে তার নিজস্ব গ্যালাক্সিতে। সূর্যের সাপেক্ষে তার গ্যালাক্সি স্থির, কিন্তু মহাবিশ্বে আমাদের এই গ্যালাক্সিও চলমান। সুতরাং সবকিছুই আপেক্ষিক – থামাটাও, চলাটাও।

আইনষ্টাইনের এই রিলেটিভিটি-তত্ত্ব আমাদের সমাজ জীবনে ও পরিবার জীবনেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রামবাবু 'শ্যামবাবু'র কাছে অতি সজ্জন ব্যক্তি, কিন্তু মধুবাবুর কাছে যান, তিনি বলবেন – 'রামবাবু এক নম্বরের শয়তান লোক।' এবার রামবাবুর সম্পর্কে আপনি কি বলবেন সেটা আপনার ব্যাপার।

আপনি যদি 'স্ত্রী'র কাছে আদর্শ স্বামী হন, তাহলে বাবা-মায়ের কাছে আপনার পরিচয়– 'স্ত্রৈণ' ! আবার বাবা-মার কাছে অনুগত সুবোধ বালক হলে স্ত্রীর কাছে আপনি 'লক্ষ্মীছাড়া কাপুরুষ'! মধ্যপন্থা অবলম্বনের কোনো জো নেই। কাঁটা একদিকে হেলবেই। আপনি যদি বন্ধুভাবাপন্ন পিতা হন, তাহলে অভিভাবক হিসাবে আপনি বড্ড 'লুজ' আর কড়া অভিভাবক হলে পিতা হিসেবে আপনি 'অপ্রিয়'। এখানেও আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ।

এই পৃথিবীতে 'অ্যাবসলিউট ট্রুথ' ব'লে কিছু নেই। আজ যা ভালো, কাল তা মন্দ। কাল যা মন্দ, পরশু তা শ্রেষ্ঠ। একটা গাছ পূর্ব থেকে দেখলে পশ্চিমে, আর পশ্চিম থেকে দেখলে পূর্বে মনে হয়। আবার উপর থেকে দেখলে ঐ গাছটি হয়ে যায় 'নীচে'। অথচ গাছটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। গাছটির শীতে পাতা-ঝরানো আর বসন্তে ফুল-ফোটানো দেখে কোনো কবি মুগ্ধ উদাস হয়, আবার ওই গাছটির তক্তার দাম কষতে কষতে কোনো হিসেবীর দিন ফুরিয়ে যায়। অথচ গাছটি সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই থাকে।

দেখার চোখটা সরে যায় ব'লে গাছের অবস্থানটা হয়ে যায় ভিন্ন। দুশো বছর আগে সতীদাহ ছিলো ধর্ম, আজ তা স্রেফ কুসংস্কার। দুশো বছর আগে বিধবা বিবাহ ছিলো গুরুতর অধর্ম, আজ বিধবারা একটা কেন – দশটা পাঁচটা বিয়ে করেও সমাজে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ ফিরে দেখারও সময় পায় না।

তাহলে 'ভালো' কথাটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। যেমন আলো ব্যাপারটিও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। আলোর প্রেক্ষাপটে আলো অর্থহীন, আলোকে ভালো করে চিনতে হলে ব্যাকগ্রাউণ্ডে অন্ধকার দরকার। তাই 'ভালো' বললেই প্রশ্ন উঠবে – কার সাপেক্ষে ভালো ? নিজের পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে পিতার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করলে পিতার কাছে 'আহা, এমন ছেলে হয় না।' কিন্তু আধুনিক সমাজ আপনাকে বলবে– ব্যাকডেটেড, পুরুষত্বহীন ! (৩য় পাতায়)

দূরদর্শনের পুরস্কার (২য় পাতার পর)

যায়, তবে আপনি পাবেন চমৎকার উপহার। চারখানা গান শুনলেন তো। আপনার কানের রায় অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে দিন। আমাদের সঙ্গে যদি মিলে যায়, তাহলে আমাদের উপহার আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। যাবেই।

সেই পুরাতন কথাটি কষ্ট করে আবারও বলতে হয় – ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। আমরা কাকের মতো বুভুক্ষু। ভোজের গন্ধে ছুটে যায়। ভাত দেওয়া হবে জানলে থালা নিয়ে বসে পড়ি। এক্ষেত্রে অবশ্য বসে পড়লেই ভাত মেলে না। ভাগ্যবান বিজেতা হতে হয়। মোট উত্তর-দাতার সংখ্যা এক লাখ বত্রিশ হাজার সাত শো বিয়াল্লিশ। সঠিক উত্তরদাতা হলেন চুয়ান্ন হাজার তিন শো বিরাশি। তার মধ্যে লটারীতে উঠে এল তিন, পাঁচ বা দশটি নাম। তাঁরাই ভাগ্যবান। নগদে জিনিসে অনেক কিছু পেলে তাঁরা বগল বাজাতে লাগলেন। মন্দ কী ! একসঙ্গে মনোরঞ্জন, লটারী ও পুরস্কার। গল্পের সেই বংশীবাদক বাঁশী বাজিয়ে চলেছেন। আর যে যেখানে আমরা যত ইঁদুর ছিলাম, বেরিয়ে এসে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে শুরু করলাম। কী চমৎকারভাবে একটা জাতিকে হালকা চটুল ছন্দে দোলায়িত করা হল। মস্তিষ্কে মজ্জায় পৌঁছে দেওয়া হল ভাগ্য নির্ণায়ক ফুল কার। ফুলের ঘায়ে আমরা মূর্চ্ছা গেলাম। বাইরে পড়ে রইল কঠিন ক্রুর সংগ্রামী জীবন। সেখানে কত রক্তক্ষরণ ! কত হৃদয়-মথিত হাহাকার ! নিষ্ফল হতাশ বুকের করুণ ক্রন্দন ! এক-একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংস্থা কত কোটি টাকার বিজ্ঞাপন ও পুরস্কার দেয়, আমরা জানিনা। শুধু রুগ্ন-চিত্ত, দুর্বল মন বলে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত যদি চারটি তরতাজা বেকার তরুণ সহজ শর্তে চার × কুড়ি = আশি হাজার টাকা ঋণ পেত, তাহলে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সামিল হতে পারত ; যদি পাওয়া যেত, পুরস্কারের বদলে সহজ শর্তের ঋণ !

ঐ দূরদর্শনেই বুদ্ধিদীপ্ত অনুষ্ঠান হয় কুইজ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হীরের টুকরো ছেলেমেয়েরা তাতে অংশ নেয়। আর সেখানে উপস্থাপিত হয় বহুমাত্রিক প্রশ্ন – নিছক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুষ্ক বৌদ্ধিত প্রশ্নই নয়, সংহিতা, সংগীত, সংস্কৃতি, ললিতকলা ইত্যাদি প্রায় সমগ্রস্পর্শী প্রশ্নের অবতারণা সেখানে হয়, সেখানে থাকে বিজ্ঞানমনস্কতা, চিন্তাচর্চা, প্রজ্ঞা, রসবোধ, সংস্কৃতিভাবনা, জীবনবাদী জিজ্ঞাসার অতিরেক ও আয়োজন। একটা গতিশীল জাতির আন্তর পরিচয় ও প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে ঐ সব অনুষ্ঠান। পুরস্কার সেখানেই মানায়। 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' অনুষ্ঠানের 'সওয়ালজওয়াব', পরিবেশনার গুণে আন্তর্জাতিকতা স্পর্শ করেছে, অথচ পরিচিত করছে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের মৌল প্রাণ শক্তিকে। পুরস্কার সেখানেই মানায় যেখানে পোষ্টকার্ডের উত্তরটিই প্রধান নয়। প্রধান হল উত্তরের প্রতিবেদন শ্রেণীর সবিস্তার, সচিত্র বিন্যাস। এমন সব অত্যুজ্জ্বল প্রগাঢ় উদাহরণ এড়িয়ে বিজ্ঞাপন দাতারা কাকে পুরস্কৃত করছেন-যিনি বা যাঁরা শুধু সিনেমা বা সিরিয়াল দেখেন, তাঁকে, তাঁদেরকে ? একটা জাতি কি শুধু সিনেমা আর গান নিয়ে বেঁচে থাকবে ? বিশেষ করে বাঙালি বাঁচল কই ! কোথায় গেল বাঙালির সিনেমা আর গান ? বিজ্ঞাপনদাতাদের বদান্যতার বনেদিতে বাঙালি হারিয়েছে তার সিনেমা, হারিয়েছে তার গান। আর আজ হারাচ্ছে সিরিয়াল। তারা কলকাতাকে বোম্বাই-এ নিয়ে গেছেন, বা বোম্বাইকে এনেছেন কলকাতায়। বোম্বাই যেমন ছিল তেমনিই আছে। কেবল কলকাতা তার ঠিকানা হারিয়েছে। সুতানুটি গোবিন্দপুরে সে নেই, কলকাতাতে তো নেইই। তবুও এত পুরস্কারের ঘটা কেন ? কে জানে, কেন !

আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটি (২য় পাতার পর)

আবার নিজের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে আপনি যদি আপনার রুচিমতো পাত্রীকে ঘরে আনেন, তাহলে পিতার কাছে আপনি উদ্ধত, বেপরোয়া। অথচ আপনার বন্ধুরা, আপনার নিজের প্রজন্মের লোকেরা বলবে– আপনি এ যুগের একজন খাঁটি সাহসী বলিষ্ঠ যুবক। এবার কার কাছে আপনি 'ভালো' হবেন– নিজেই ঠিক করুন !

পাড়ার খেটে খাওয়া দিনমজুর হারাণ মণ্ডলকে বিপদের দিনে ৫০০ টাকা দান করলে হারাণ মণ্ডলের কাছে আপনি 'দেবতা', আবার আপনার পাড়াতেই যে শয়তান-মহাজন হারাণ মণ্ডলের ঘটিবাটি বা ভিটেমাটি গ্রাস করার জন্য ওৎ পেতে ছিলো, তার কাছে আপনি পিশাচ। আবার ওই 'আপনি'ই এই বাজারে অনেক মধ্যবিত্তের কাছে 'বুদ্ধিনাশা বোকা'। আপনি লোক 'একজনই', তবু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের আলোয় আপনি 'বিভিন্ন'। কেন না, আপনাকে বিচার করার জন্য বিচিত্র মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা এই বাজারে বিচরণ করছে। আপনাকে মহৎ, উদার, হৃদয়বান, বললে যে মুহূর্তে আপনি গদগদ হবেন, সেই মুহূর্তে আরেকজন আড়াল থেকে আপনাকে টিপ্পনী কাটছে 'ভোলেভালা হাঁদারাম' ব'লে !! আপনি যদি ভাবেন, কারোর ভালোমন্দতে থাকবো না, তখন একদল লোকযত্রতত্র বলে বেড়াবে – আপনি বড্ড ঘরকুনো, সংকীর্ণমনা, অহংকারী – আপনার কোনো সামাজিক কর্তব্যবোধ নেই।

আপনি যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সভা সমিতিতে যান, তাহলে একদল লোক আপনাকে বলবে 'একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ', আরেক দলের কাছে আপনি ধর্মদ্রোহী, কঠোর শত্রু। হয়তো আপনার নাম একদিন তাদের হিটলিষ্টেও উঠতে পারে। ভণ্ডদের মধ্যে অনেকে আপনাকেই বলবে – 'যত্তোসব ভণ্ডের দল !' একদিন আপনি নিজেই তালগোল পাকিয়ে বিচার করতে বসবেন – প্রকৃত ভণ্ডটি কে, আপনি না ওরা। আপনার নিজস্ব রায় আপনি স্থির ধ্রুবতারা, বৃত্তের বাইরে গেলেই ঘূর্ণায়মান অশুভ ধূমকেতু !!

এই জীবনের কোনো ভালোমন্দেরই কোনো স্থির মানদণ্ড নেই। যখন খুশী যেমন খুশী একেকটা মানদণ্ড গড়ি, সেটা পুরনো হয়ে গেলে আবার তাকে ভেঙে ফেলি ! কি ভাঙি, কি গড়ি তাও কি জানি ছাই। শুধু জানি – আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, বাড়ি, গাড়ি, ভোগ, ত্যাগ ভালো, মন্দ, সাদা, কালো সব আপেক্ষিক – আইনষ্টাইন যা বলেছেন !!

স্বনির্ভরতা ঘরে ঘরে
ফুটিয়েছে আনন্দের হাসি

এ রাজ্যের ৬ লক্ষ ৭২ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৬৭ লক্ষ সদস্যের ৯০ শতাংশই মহিলা। তাঁরা আজ তাঁদের পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৭২২/৩০/তথ্য/মুর্শিঃ তাং-৬/৭/১০

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

প্রতিবন্ধীদের জন্য চলমান আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে যদি কোন সরকারি দপ্তর বা আধিকারিক অসহযোগিতা করে থাকে তবে চলমান আদালত তদন্ত সাক্ষেপে এর নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেবে। এই এলাকায় এস.ডি.ও ; এস.ডি.পি.ও বা সি.ডি.পি.ওর দপ্তরে প্রতিবন্ধীরা তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। এই ধরনের একটি আদালতে বসছে আগামী ২১ জুলাই বহরমপুর আনন্দ আশ্রমে (বয়েজ)। অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে সমাধানের ব্যবস্থা নেবেন অতিরিক্ত প্রতিবন্ধী কমিশনার তথা জেলা শাসক মুর্শিদাবাদ।

অরণ্য সপ্তাহে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩, ৪ ও ৫ জুলাই জঙ্গীপুর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও অরণ্য সপ্তাহ সাড়ম্বরে পালিত হয়। শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং সদরঘাটে ভাগীরথীর পার বরাবর মোট ২৭৫টি বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ রোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক বিনয় সিকদার, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক আনন্দ রায়, পুর প্রধান মোজাহারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দু'লক্ষ টাকা জরিমানা

(১ম পাতার পর)

থাকায় আউটডোরের রোগীদের উপেক্ষা করে কোন রকমে রাউণ্ড সেরে নিয়ে গোপনে প্রাইভেট প্রাকটিসে চলে যান তারা। আউটডোরে রোগীরা সকালে এসে ভর দুপুর পর্যন্ত ডাক্তারদের জন্য হাপিত্যেশ করে অনেকে নিরাশ হয়ে চলে যান। এসব নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। অন্যদিকে স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর অবস্থা জীর্ণ। ছাদ চুঁয়ে জল পড়ছে। কোয়ার্টারের ভাড়া বাড়লেও কোন স্বাচ্ছন্দ্য মেলেনি। অথচ এইসব দেখভালের জন্য হাসপাতাল চত্বরে পি.ডবলিউ.ডি.র দু'জন ওভারসীয়ার সুন্দর কোয়ার্টার দখল করে দিব্যি বাস করছেন। পুরানো আইসোলেশন দপ্তরের জীর্ণ ঘরগুলো প্রোজেক্টের টাকায় মেরামত করা হলেও সেগুলো বর্তমানে কয়েকজনের গাড়ী রাখার জায়গা হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। পূর্বতন সুপার ডাঃ অসীম হালদার তার গোডাউন কলোনীর বাড়ীতে বাস করে, প্রাক্টিস করেও হাসপাতাল কোয়ার্টার ও সেখানকার ফোন দখল করে রাখেন। অথচ কোয়ার্টার ভাড়ার টাকাও ট্রেজারীতে জমা দেন নি বলে খবর। সব কিছুতেই রাজনৈতিক ছত্রছায়া।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দুই মোটর সাইকেল ছিনতাইকারী ধরা পড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির ফুলবন গ্রামের কাছে কড়াইয়া গ্রামের মনিরুজ্জামান কয়েকজন ছিনতাইকারীর খপ্পরে পড়েন। ছিনতাইকারীরা মনিরুজ্জামানের কাছ থেকে মোটর সাইকেল ছিনিয়ে নেয় এবং পিস্তল দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটি সোনার হার ও নগদ ৭,৫০০ টাকা আদায় করে মোটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। মনিরুজ্জামানের কাছ থেকে এলাকার মানুষ এই খবর জেনে সাগরদীঘি থানা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ফোন করে। সাহাপুর - বারালা রেল স্টেশনের কাছে গ্রামবাসীরা তাদের ধরে ফেলে। এর মধ্যে পুলিশও পৌছে যায়। ধৃত দু'জন ছিনতাইকারীর সঙ্গে আরো চারজন ছিলো বলে জানা যায়। ধৃত মুজিব সেখ ও সেকেন্দার আলির বাড়ীর মালদায়। ঐ দিন সাগরদীঘির এক তেল মিল মালিকের গদি থেকেও ক্যাশ বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। উল্লেখ্য প্রতি মঙ্গলবার সাগরদীঘিতে হাট বসে। ঐ দিনও ব্যাপকভাবে সাইকেল থেকে বিভিন্ন সামগ্রী ছিনতাই শুরু হওয়ায় এলাকার মানুষ উদ্বিগ্ন।

পুলিশকে চুপ করিয়ে ভদ্র থাকলেন ঠিকাদার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের এক নামি ঠিকাদারের কেলো কীর্তির খবর শহরে অনেক মহলেই গুঞ্জন তুলেছে। সম্প্রতি মেয়েঘটিত বদনাম ঢাকতে মোটা টাকা দিয়ে পুলিশের খপ্পর থেকে রেহাই পেলেন। উমরপুরের এক হোটেলে অষ্টাদশী বিবাহিতা মহিলাকে নিয়ে ফূর্তি করতে গেলে বিধি বাম সাধলো। যেমনটি হয়েছিল কয়েক বছর আগে বহরমপুরের এক প্রতিষ্ঠিত হোটেলে। সেখানেও পুলিশের হুজ্জত সামলাতে মোটা টাকা গচ্চা দিয়ে মানে মানে পালিয়ে আসেন। স্বনামধন্য ঠিকাদারের নাম ও পরিচয় সবই প্রকাশ পাবে – তবে ধিরে।

আহিরণে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হস্তান্তরের জট এখনও খোলেনি

(১ম পাতার পর)

৮৭ হাজার ব্যাঙ্কের শাখা রয়েছে। অন্যদিকে গ্রামের সংখ্যা করেছে ৬ লক্ষরেও বেশী। ২০১২ সালের মধ্যে ২০০০ জনসংখ্যা সমৃদ্ধ গ্রামগুলোতে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেয়া হবে। দ্বিতীয় দিন প্রণব মুখার্জী সুতির দুটি স্বাস্থ্য শিবির এবং কলেজ ভবনের উদ্বোধন করে। আহিরণে যে ৩০২ একর জমির উপর আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয় হওয়ার করা সেখানেও যান সেখানে তিনি জানান – সম্প্রতি রাজ্য সরকারে সালে জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে তার কথা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে সেটা হয়ে যাবে। অস্থায়ীভাবে মঙ্গলজনের একটা বাড়ী নিয়ে ক্যাম্পাসের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান শিক্ষবর্ষ থেকে সেখানে পড়াশোনা চালু হয়ে যাবে।

আংশিক শিক্ষকরাই এখন জঙ্গিপুর কলেজের

(১ম পাতার পর)

সেখানে অনার্সের জন্য পূর্ণ সময়ের তিনজন শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও আরও একজন আংশিক শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই কলেজে কয়েক বছর ধরে ভূগোলে অনার্স চালু হলেও সেখানে না আছে পূর্ণ সময়ের কোন শিক্ষক না আছে প্রাকটিক্যালের জন্য কোন ল্যাবরেটরী। ছাত্র-ছাত্রীদের জিয়াগঞ্জ বা বহরমপুরে ছুটতে হচ্ছে।

প্রধান দপ্তরে তালাবন্দি

(১ম পাতার পর)

প্রশ্ন করলে প্রধান কোন উত্তর দেন না। ঐ দপ্তরের কর্মসহায়ক জানান – ১০০ দিনের কাজের মধ্যে ওরা ২০ দিন কাজ করেছে। যার জন্যে মজুরী দিতে এই টালবাহানা চলছে। এছাড়া অন্য কোন কারণ নাই। শ্রমিকদের টাকাও মজুত আছে। এ প্রসঙ্গে এলাকার মানুষের কথা – বর্তমান প্রধান আইনকে তোয়াক্কা করেন না। ১০০ দিনের কাজে তার বাড়ীর ব্যক্তিগত কাজও করাচ্ছেন। প্রধান ফিরোজা বেগম নানা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। ভূয়ো বিল জমা দিয়ে কয়েকবার ধরা পড়লেও তার কোন সংশোধন হয়নি।

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।